আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে- সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান।

সূরা আল ইমরান- ১১

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ মঙ্গলবার ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২২ শাবান ১৪৪৭ ॥ ২৭ মাঘ ১৪৩২ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ২৬৯ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

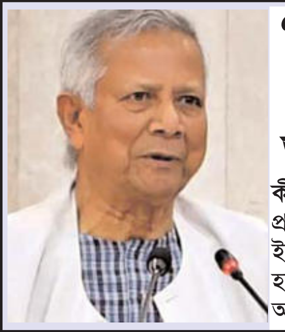

‘হ্যাঁ’ ভোট জিতলে দেশ পাল্টে যাবে অপশাসন ফিরবে না

কীর্তনখোলা ডেস্ক

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে দেশ পাল্টে যাবে এবং দেশে আর অপশাসন ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপিকে সুযোগ দিন, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে দেশ গঠন করবে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেষ দিনের প্রচারে রাজধানীতে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় জনসভা ২ এর পাতায় দেখুন

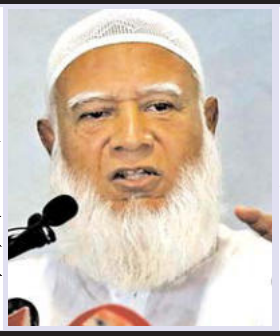

জনগণ চায় একটু নিরাপত্তা সুশাসন ও ইনসাফ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জনগণ চায় একটু নিরাপত্তা সুশাসন ও ইনসাফ। তাই আগামীর বাংলাদেশকে ২ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনি কর্মকর্তারা অস্বাভাবিক আচরণ করছেন, ভোটারদের চাপ দিচ্ছেন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অস্বাভাবিক আচরণ করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছেন বলে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে অর্ধেকের বেশি ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

নদীবেষ্টিত বরিশাল বিভাগের ৪২টি উপজেলার মধ্যে ১৩টি দুর্গম হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। সরকারি নথিতে দুই হাজার ৮শ ৩৮টি ভোট কেন্দ্রের অর্ধেকের বেশিই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩৪টি কেন্দ্র বিদ্যুৎ বিহীন। যদিও এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ সতর্কবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। বরিশাল মহানগরীর কাশিপুরের ১২ নং তিলক কলাডেমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দেখা যায় পুরোদমে চলছে সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ। দ্রুত সময়ে সকল কেন্দ্রেই সিসি ক্যামেরা স্থাপনে তড়িঘড়ি। নির্বাচন কমিশনের অমন উদ্যোগে খুশি ভোট গ্রহণকারীরাও। ভোট কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো অপারেটর সাব্বির বলেন,

‘নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনানুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে ছয়টি করে এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে দুইটি করে ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। নারী ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা আকলিমা বেগম জানান, ‘তিনি যতগুলো ভোটে দায়িত্ব পালন করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা এবারের নির্বাচনে। সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা গেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সঠিক নিরাপত্তা দিয়ে যেন সুষ্ঠুভাবে যেন ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করতে পারে।’ তথ্য বলছে, দেশের সবচে বেশি নদীবেষ্টিত বিভাগ বরিশাল। বিভাগে এমন বেশ কয়েকটি উপজেলা রয়েছে যা মূল শহর থেকে একদম বিচ্ছিন্ন। যাতায়াতে ভরসা নৌ পথ। আছে চরাঞ্চলসহ একেবারে দুর্গম উপজেলা। বিভাগে দুই হাজার ৮৩৮টি কেন্দ্রে হবে ভোটগ্রহণ। বিভাগীয় প্রশাসনে তথ্যমতে, এসব কেন্দ্রের অর্ধেকের বেশিই ঝুঁকিপূর্ণ। মাত্র ২৩৯টি কেন্দ্রে আগে থেকে আছে সিসি ক্যামেরা। আর বিদ্যুৎ নেই ৩৪টি কেন্দ্রে। আর বিভাগের ৪২ উপজেলার ১৩টিই দুর্গম। যার মধ্যে বরিশাল জেলাতেই অতিঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রই ২১২টি। এখানে মোট কেন্দ্র ৮৩৩টি আর ঝুঁকিপূর্ণ ১৯৬ টি। বরগুনা জেলায় মোট ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে আসছেন ৫৪০ বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আসন্ন গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে আসছেন ৫৪০ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পক্ষ থেকে এরইমধ্যে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ অধিশাখা থেকে পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইসি জানায়, মোট ৫৪০ জন বিদেশি অতিথির ২ এর পাতায় দেখুন

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল নিতে বাধা নেই

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল ফোন নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। সোমবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের জন্য করা বুথ পরিদর্শনকালে এ তথ্য জানান তিনি। এর আগে রোববার নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ২ এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে: অ্যাড. সরোয়ার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম ছিল বরিশাল নগরী। গতকাল নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে শীষ প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ারের নেতৃত্বে নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাবেশ ও বিশাল গণমিছিল। গতকাল সোমবার বেলা ১২টায় বরিশাল নগরীর সদর রোডে অবস্থিত বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে জেলা ও মহানগর বিএনপির আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই জেলা, মহানগর ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে দলীয় ২ এর পাতায় দেখুন

নগরীতে ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ারের পক্ষে নির্বাচনী গণমিছিলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ -কীর্তনখোলা

বিএনপি আ.লীগ বেঁধেছে জোট ঘোড়া মার্কায় দেবে ভোট

দশমিনা প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন বলেছেন, বিএনপি আওয়ামী লীগ বেঁধেছে জোট, ঘোড়া মার্কায় দেবে ভোট। হাসান মামুন বলেন, একটি দল যখন (বিএনপি) সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে তখন জনগণের ভেতর থেকে বৃহত্তর ঐক্যর মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বর সৃষ্টি হয়। দলের ভুল সিদ্ধান্তর কারণে দশমিনা-গলাচিপায় যে ঐক্যর সৃষ্টি হয়েছে ঘোড়া মার্কার বিজয়ের মাধ্যমে তা পূর্ণতা পাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সোমবার বিকালে পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা সদরের দশমিনা সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নির্বাচনি শেষ জনসভায় এমন মন্তব্যে করেন হাসান মামুন। ওই জনসভায় ইতিহাস সৃষ্টি করে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য হাসান মামুন বলেন, পটুয়াখালী-৩ আসনের ২ এর পাতায় দেখুন

শিল্পবান্ধব বরিশাল গড়ার প্রত্যয় হাতপাখা প্রার্থী ফয়জুল করীমের

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

চাঁদাবাজি-দুর্নীতিমুক্ত শিল্পবান্ধব বরিশাল গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বরিশাল-৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর ও শায়খে চরমোনাই মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২ টায় বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর এলাকার ফরচুন, বেঙ্গল, খান সন্স টেক্সটাইলসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে ব্যাপক জনসংযোগকালে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও দখলবাজিমুক্ত একটি শিল্পবান্ধব বরিশাল গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জনসংযোগকালে তিনি বলেন, “বিসিক শিল্প এলাকা বরিশালের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। অথচ এই শিল্পাঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার শিকার। আমি নির্বাচিত হলে শিল্প উদ্যোক্তা, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করা হবে।” মুফতী ২ এর পাতায় দেখুন

বরগুনার সাবেক এমপি হিরুর ওপর হামলা

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনার-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম সারওয়ার হিরুর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার বেলা ৩টার দিকে পাথরঘাটা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে তার বাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান পাথরঘাটা থানার এসআই জাহাঙ্গীর হোসেন। আহত গোলাম সরোয়ার হিরু বলেন, “আমি পাথরঘাটা বাজারে যাওয়ার সময় তিন থেকে চারজন লোক এসে আমাকে লোহার পাইপ ২ এর পাতায় দেখুন

ধর্মীয় শিক্ষা ধ্বংস করতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ: রহমাতুল্লাহ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ধর্মীয় শিক্ষাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে দেশে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার, মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আলেম-ওলামাদের মর্যাদা বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া ইউনিয়নের পূর্ব কর্ণকাঠি বায়তুল কুরআন নূরানী ও হাফেজি মডেল মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে রহমাতুল্লাহ বলেন, ধর্মীয় শিক্ষা একটি জাতির নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শ গঠনের ভিত্তি। কিন্তু বিগত সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নীতিমালার মাধ্যমে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও আধুনিকায়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ২ এর পাতায় দেখুন

অনন্য উচ্চতায় মানুষ গড়ার কারিগর মাওলানা আবদুল জব্বার

মেহেন্দিগঞ্জ প্রতিনিধি

বিশেষ প্রতিবেদক: সমাজে এমন কিছু নিভৃতচারী মানুষ থাকেন, যারা নিজের জীবনকে মোমবাতির মতো জ্বালিয়ে অন্যের পথকে আলোকিত করেন এবং ক্ষমতার মোহ ছেড়ে মানুষের চোখের জল মুছতেই জীবনের পরম সার্থকতা খুঁজে পান। মানুষ গড়ার কারিগর (শিক্ষক) মাওলানা আবদুল জব্বার তেমনই এক বিরল ও আদর্শিক ব্যক্তিত্ব। একজন প্রজ্ঞাবান কলেজ শিক্ষক, বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং আদর্শিক রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর হিসেবে তিনি আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের আস্থার শেষ ঠিকানা। আবদুল জব্বারের জীবনের একটি বড় অধ্যায় অতিবাহিত করছেন কলেজের শ্রেণিকক্ষে। তিনি বরিশাল শহরের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরিশাল ২ এর পাতায় দেখুন

শহরে বিএনপি, গ্রামে এগিয়ে জামায়াত

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের রাজনীতিতে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভোটের নতুন সমীকরণ। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চাপ ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভোটারদের মনোভাব কোন দিকে ঝুঁকছে, তা জানতে পরিচালিত এক প্রাক নির্বাচনী জরিপে উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। নির্বাচনের ঠিক তিন দিন আগের ২ এর পাতায় দেখুন

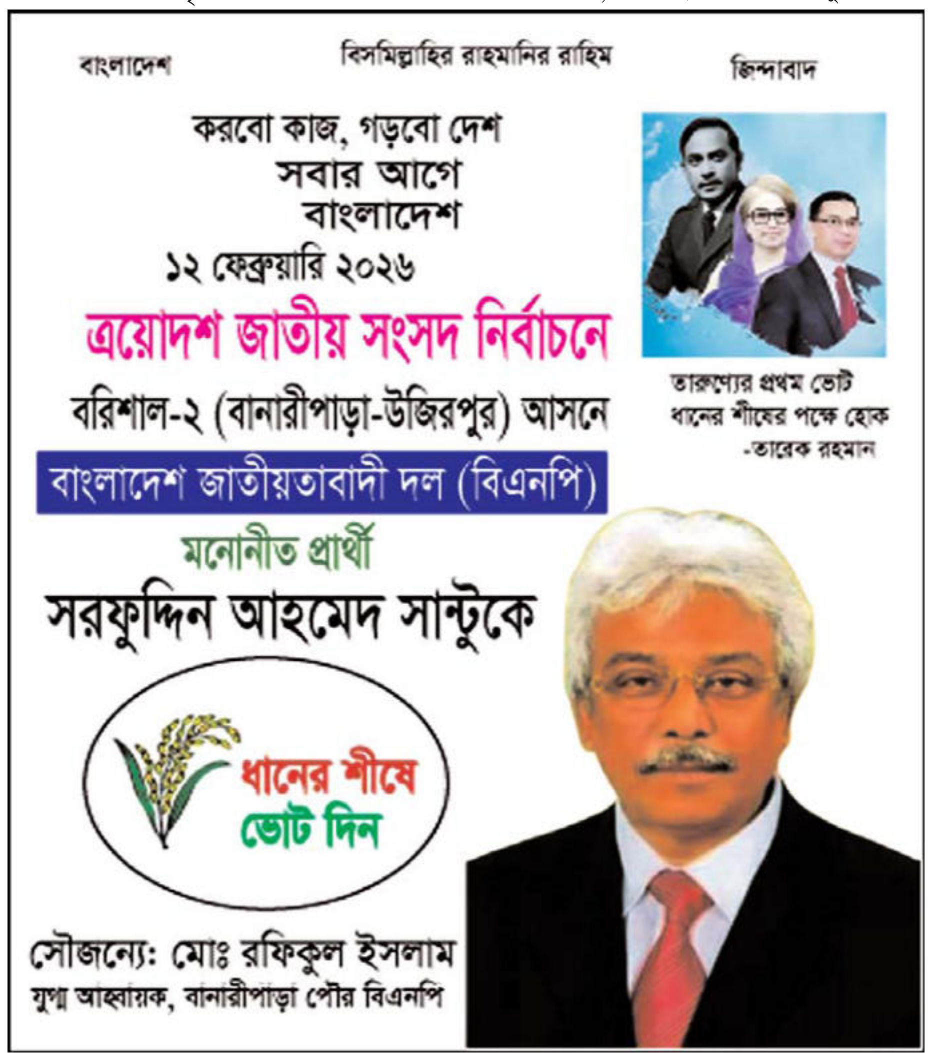

সম্পাদকীয়

প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ হবে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল নির্বাচনী ইশতেহার দিয়েছে। এসব ইশতেহারে দেশের উন্নয়নে কারা কী কী পদক্ষেপ নেবে, সেসব কথা যেমন বলা হয়েছে, একইভাবে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের একটি চিত্রকল্প তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ দরিদ্র মানুষের কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি স্বপ্নের মতো মনে হতে পারে। বসে নেই দলীয় বা নির্দলীয় প্রার্থীরাও। তাঁরাও যে যার মতো নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষকে প্রচুর আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। রাস্তাঘাট, সেতু-কালভার্ট, স্কুল-মাদরাসা, এমনকি কবরস্থান বা শ্মশান উন্নয়নের মতো প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়টি নতুন নয়। মানুষও জানে নির্বাচনের পর সেসবের অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হবে না। যাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁদের কাছেপিঠে পাওয়া যাবে না, পেলেও জবাবদিহি করা যাবে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার সেদিক থেকে ভিন্ন। বিশেষ করে যাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের ইশতেহারকে মানুষ যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। তাই সেগুলো যথাসম্ভব বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে অন্তত দুটি ইশতেহার, অর্থাৎ বিএনপি ও জামায়াতের ইশতেহার নিয়ে গণমাধ্যমে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম কিংবা ব্যক্তি পর্যায়েও ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০৩৪ সালের মধ্যে দেশকে একটি আধুনিক উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর এবং এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অন্যদিকে জামায়াতে নির্বাচনী ইশতেহারে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে দুই ট্রিলিয়ন ডলার ও মাথাপিছু আয় ১০ হাজার ডলারে উন্নীত করার আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এ ধরনের উন্নয়নের জন্য দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অব্যাহতভাবে ৯ শতাংশ বা তারও বেশি থাকতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, বিদায়ি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে তা সাড়ে ৪ শতাংশ পর্যন্ত অর্জিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, বর্তমানে দেশের অর্থনীতি দুরবস্থায় বিনিয়োগ প্রায় বন্ধ, চালু কলকারখানাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কর্মসংস্থান কমছে, অথচ কর্মক্ষম জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ব্যবসায়ী-শিল্পোদ্যোক্তাদের জনজীবনেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। রাজস্ব আয় লক্ষ্যপূরণ থেকে অনেক পিছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন রেকর্ড নিম্ন। ফলে অবকাঠামোগত সমস্যা বাড়ছে। বিএনপি বেকারদের ছয় মাস ভাতা দেবে, ১০ হাজার টাকা কৃষিঋণ মওকুফ করবে, ফ্যামিলি কার্ড দেবে এ রকম আরো বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষায় বছরে প্রায় এক লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। সামাজিক সুরক্ষার অন্যান্য কর্মসূচি বাদ দিলেও কেবল বিএনপির বর্ণিত ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতেই সারা দেশে খরচ হবে বছরে আনুমানিক এক লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে জামায়াত জোটের বহু প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে রয়েছে জেলায় জেলায় বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করতে বাংলাদেশের বাস্তবতায় খরচ হবে অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি। সে হিসেবে ৬৪ জেলায় বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরি করতে হলে সরকারের খরচ হবে এক লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। অথচ সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। স্বাস্থ্য খাতে আরো অনেক ধরনের অতি জরুরি খরচ রয়েছে। সংগত কারণেই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার মধ্যে মিল খুঁজতে গিয়ে অনেকেই কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। তার পরও আমরা চাই, ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি যেন যথাসাধ্য বাস্তবায়িত হয়।

বিএনপি আ.লীগ বেঁধেছে

নির্বাচনে অনেক মিথ্যাচারসহ হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, তিনি নির্বাচিত হলে দশমিনা-গলাচিপায় ব্যাপক উন্নয়ন করবেন। রাস্তাঘাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হাসান মামুন বলেন, নির্বাচনে কারচুপিসহ ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। তিনি সাধারণ ভোটারদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন, আপনারা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে লাইনে দাড়িয়ে যাবেন এবং ফলাফল নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। নির্বাচনী জনসভায় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে অর্ধেকের বেশি

কেন্দ্র ৩১২টি, যার মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ৭৫টি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ৬৯টি। পটুয়াখালীর ৫১৩টি কেন্দ্রের ঝুঁকিপূর্ণ ১৮০টি আর ঝুঁকিপূর্ণ ১৩৫টি। দ্বীপজেলা ভোলায় ৫২৫টি কেন্দ্রের ঝুঁকিপূর্ণ ১৫৪টি আর অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৯৯টি। ঝালকাঠি জেলাতে ২৩৭ টি কেন্দ্রের ঝুঁকিপূর্ণ ৮৩ ও অতিঝুঁকিপূর্ণ ৫০ ও পিরোজপুরের ৪১৮ কেন্দ্রের ঝুঁকিপূর্ণ ১৩৯ টি ও অতিঝুঁকিপূর্ণ ৫৬টি। এছাড়া বিভাগের বেতাগী, পাথরঘাটা, বামনা, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী, কলাপাড়া, দশমিনা, চরফ্যাশন, মনপুরা, মেহেন্দীগঞ্জ, হিজলা, মুলাদী ও কাউখালী উপজেলাকে দুর্গম উপজেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) বরিশালের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম বলেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আরও নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সিসি ক্যামেরা নজরদারিতে আনতে হবে দুর্গম এলাকাগুলো।' এ বিষয়ে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, 'ভৌগোলিক কারনে বরিশাল বিভাগকে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি নিরাপত্তা স্তরে। ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনার উপকূলীয় আসনগুলোতে নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে বিজিবি ও সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন হয়েছে সর্বত্র। দুর্গম আসনগুলোতে ব্যবহার হবে ড্রোন। নিরাপত্তা নিশ্চিতে বরাদ্দ এসেছে একটি বিশেষ হেলিকপ্টারও।' নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ২১টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার ৬২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৮ জন।

খালেদা জিয়ার শোককে শক্তিতে

কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার বলেন, "আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ নির্বাচনে আমাদের মাঝে নেই। তার এই বিদায় আমরা শোকাহত। তার অনুপস্থিতিতে সারাদেশে শোকের আবহ বিরাজ করছে। সরোয়ার বলেন, এই শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করতে হবে।" তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করার আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে জেলা, মহানগর ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে নগরীতে এক বিশাল গণমিছিল বের করেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী। কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত মিছিলটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলশেষে সমাপনী বক্তব্যে অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার সকলকে ১২ তারিখ ধানের শীষে ভোট দিয়ে আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ শেষ করেন। এ সময় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এবং তারা ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

ধর্মীয় শিক্ষা ধ্বংস করতে চেয়েছিল

অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমের সুযোগ বাড়ানো হবে। আলেম-ওলামাদের সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করতে বিএনপি সবসময় আন্তরিক। কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক আমাদের বরিশাল পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক এ্যাড. এস এম রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও মালয়েশিয়া যুবদলের আহবায়ক বাদল কাজী, চরকাউয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহবায়ক মামুন সরদার গাজী, সদর উপজেলা ওলামাদলের আহবায়ক মাওলানা আবু হানিফ, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ইলিয়াস আহমেদসহ বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানশেষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শিল্পবান্ধব বরিশাল গড়ার প্রত্যয়

ফয়জুল করীম আরও বলেন, "চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রয়োজন। হাতপাখা মার্কা সেই পরিবর্তনের প্রতীক।" তিনি বরিশালের সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, "শিল্পখাতের উন্নয়ন ছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিসিক এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট সমাধান এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখা হবে।" নদীভাঙন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বরিশাল নদীবেষ্টিত এলাকা হওয়ায় নদীভাঙন একটি বড় সমস্যা। কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও স্থায়ী সমাধানের জন্য আমি সংসদে জোরালো ভূমিকা রাখবো।" জনসংযোগকালে তিনি বিসিক এলাকার ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এ সময় সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

বরগুনার সাবেক এমপি

দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে পালিয়ে যায়। "এতে আমার শরীরের বিভিন্ন অংশ জখম হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে বাসায় চিকিৎসক ডেকে নিয়ে সেবা নিচ্ছি।" নাম প্রকাশ না করা শর্তে ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, দুপুরের খাবার খেয়ে হিরু বাসা থেকে বাজারে যাওয়ার উদ্দেশে বের হন। এ সময় বাসার সামনেই তার ওপর হামলা চালানো হয়। "এতে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ রক্তাক্ত হয়। এ সময় ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে জামায়াতের একটি প্রচার মিছিল যাচ্ছিল। সেখান থেকে কয়েকজন হিরুকে উদ্ধার করে বাসায় পৌঁছে দেয়।" এসআই জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। এ ছাড়া দায়িত্বরত নৌবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গোলাম সরোয়ার হিরু ১৯৯৬ সালে বরগুনা-২ আসনে ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যুক্ত ছিলেন। ২০১৩ সালে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন হিরু। ২০২৩ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইলে আবার আলোচনায় আসেন হিরু। রাজনীতিতে দল পরিবর্তন ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য বেশ পরিচিত তিনি।

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের

ইসলাম স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশনা সব রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়। ওই নির্দেশনায় বলা হয়, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, পুলিশ ইনচার্জ ও 'নির্বাচন সুরক্ষা ২০২৬' অ্যাপ ব্যবহারকারী দুজন আনসার সদস্য ছাড়া অন্য কেউ মোবাইল ফোন নিয়ে কেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, ভোটের দিন আইনশৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এই নির্দেশনা কার্যকর করতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশে আসছেন ৫৪০

মধ্যে রয়েছে, ইসির আমন্ত্রণে বিভিন্ন দেশের নির্বাচন কমিশন ও সংস্থা থেকে আসছেন প্রায় ৬০ জন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে আসছেন প্রায় ৩৩০ জন। ৪৫টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে আসছেন প্রায় ১৫০ জন। নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন, ভুটান ও নাইজেরিয়ার প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মালয়েশিয়ার নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আইসিএপিপি-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। এছাড়া তুরস্ক থেকে ১০ সদস্যের একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষক দল (যার মধ্যে ৬ জন সংসদ সদস্য রয়েছেন), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়া থেকে ৫ জন করে প্রতিনিধি দল এবং রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডান, পাকিস্তান ও ইরানসহ বিভিন্ন দেশের নির্বাচন কমিশনার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ তালিকায় রয়েছেন। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল পাঠাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। যাদের সংখ্যা ২২৩ জন। এছাড়া কমনওয়েলথ থেকে ২৫ জন, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস থেকে ২৮ জন এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট থেকে ১২ জন পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে আসছেন। গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের সংবাদ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে উপস্থিত থাকবেন প্রায় ১৫০ জন বিদেশি সাংবাদিক। এর মধ্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে ৪৮ জন এবং কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা থেকে ৭ জন সাংবাদিক থাকছেন। এছাড়া বিবিসি নিউজ, রয়টার্স, এপি, এনএইচকে, ডয়েচে ভেলে ও এবিসি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা নির্বাচন কভার করবেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিদেশি অতিথিদের ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এরইমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তারা যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে কমিশন সব নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

নির্বাচনি কর্মকর্তারা অস্বাভাবিক

মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানালেও প্রশাসনিক রদবদলে পক্ষপাত এবং কমিশনের 'সারপ্রাইজ সিদ্ধান্ত' নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনি জোট নেতাদের বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। আসিফ মাহমুদ বলেন, কিছু জায়গায় দেখেছি কিছু কর্মকর্তারা নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা পুলিশে আছেন, জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারা আছেনড়মাঠ পর্যায়ে তারা কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। তারা অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নির্দিষ্ট কোনো দলে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগ করছেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ী গ্রুপকে তারা কল দিচ্ছেন। প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছেন। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিষয়ে হঠাৎ করে নেওয়া সিদ্ধান্তের মতো 'সারপ্রাইজ ডিসিশন' নির্বাচনি পরিবেশকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উত্তপ্ত করতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। কমিশনের সঙ্গে আজকের বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের পথে এগিয়েছে বলে জানান তিনি। প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে বদলি হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে একটি নির্দিষ্ট দলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কোনো একটি দলের প্রার্থীকে শোকজ করার পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তাকে অপসারণ ও বদলির দাবি এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রার্থীরা লিখিতভাবে কমিশনে অভিযোগ জানালেও অনেক ক্ষেত্রেই কোনো প্রতিক্রিয়া বা লিখিত জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এতে নির্বাচন কমিশনের কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অভাব স্পষ্ট হচ্ছে। তার মতে, অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশনের একটি আলাদা টাস্কফোর্স থাকা জরুরি ছিল। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে জনপ্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতির কথাও তুলে ধরেন আসিফ মাহমুদ। বলেন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ও আচরণ সম্পর্কে কমিশনের পর্যাপ্ত ধারণা নেই, যা সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করা সম্ভব ছিল।

জনগণ চায় একটু নিরাপত্তা

এসব অঙ্গীকার ও মূল্যবোধের আলোকে সাজাতে চাই। রাষ্ট্রের মৌলিক কিছু সংস্কারের লক্ষ্যে জুলাই বিপ্লব পরবর্তী সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করে; কিন্তু এসব পরিকল্পনার সবগুলো যেমন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি তেমনি অনেকগুলো একদমই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত সংস্কার এখন সময়ের দাবি। এ সংস্কার প্রক্রিয়া জারি রাখাসহ সংস্কার নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোটের আয়োজন করা হচ্ছে। এ গণভোট জনগণের সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। এই গণভোটে হ্যাঁ এর পক্ষে ভোট চাই। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় একযোগে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্খার আলোকে আমাদের পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও অঙ্গীকার আপনাদের কাছে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশে আমরাই প্রথম পলিসি সামিটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি কৌশল জনগণের সামনে তুলে ধরেছি। আমাদের নির্বাচনি ইশতেহারে এর প্রতিফলন রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় দেশের এবং প্রবাসী বিশেষজ্ঞরা অবদান রেখেছেন। এছাড়াও আমরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে বসেছি এবং তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ নিয়েছি। সরকার গঠনের পরদিন সকাল থেকেই কাজ করবে জামায়াত উল্লেখ করে আমির বলেন, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ও জনগণের ভালবাসায় আমরা সরকার গঠন করলে প্রথম দিনে ফজর নামাজ পড়েই আমাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন শুরু করবো ইনশা আল্লাহ।

বিএনপিকে সুযোগ দিন

করছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় নিজের আসন ঢাকা-১৭-এর বনানী কামাল আতাতুর্ক মাঠে এক জনসভা দিয়ে ঢাকায় নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু করেন তিনি। জনসভায় বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে জনগণের সমর্থন চেয়ে তারেক রহমান বলেন, 'বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে, দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিএনপিকে আপনারা সুযোগ দিন। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে দেশ গঠন করবে।' তারেক রহমান আরও বলেন, 'দেশ যেহেতু আমাদের, কেউ বাইরে থেকে এসে আমাদের এই দেশ গঠন করে দিয়ে যাবে না। এই দেশ আমাদেরই গড়ে তুলতে হবে। নিজের ঘর যে রকম নিজেকে সামাল দিয়ে রাখতে হয়, এই দেশকে আমাদেরই গড়ে তুলতে হবে।' নিজের জন্য ভোট চেয়ে ঢাকা-১৭ আসনের ভোটারদের উদ্দেশে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, 'এই এলাকায় প্রার্থী ছিলেন খালেদা জিয়া। আমি এবার প্রার্থী। আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া এই এলাকাতেই সারা জীবন কাটিয়েছেন এবং এই এলাকা থেকেই উনি বিদায় নিয়েছেন। এই এলাকার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আমার এবং আমার পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।' বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কী করবে, কী পরিকল্পনা, তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, 'নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের অনেক প্রত্যাশা তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ করে বিএনপির মতো একটি রাজনৈতিক দলের কাছে শুধু ঢাকা শহরে নয়, সারা বাংলাদেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা। আমরাও বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চেষ্টা করেছি, আমরা সেভাবে দলের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কর্মসূচি তৈরি করেছি, যাতে আগামী ১২ তারিখে বাংলাদেশের মানুষ ধানের শীষকে নির্বাচিত করলে, ইনশা আল্লাহ আমাদের সরকার গঠনে করলে আমরা দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাড্রেস করতে পারব।' বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, 'আমাদের এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা স্বৈরাচারকে বিদায় করেছি, এখন আমাদের দেশ গড়ার কাজে হাত দিতে হবে। সেই কাজ হচ্ছে, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে হবে।' বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'আমাদের সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে। প্রায় ২০ কোটি মানুষের এই দেশ, এই দেশের যারা সন্তান আছে, আমাদের যুবক আছ, তরুণ আছে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য আমাদের সুন্দরভাবে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় যানজট আছে, রাস্তা-ঘাট সংস্কার করতে হবে। আমরা শুধু গত ১৫ বছরে দেখেছি মেগা প্রজেক্ট হয়েছে, মেগা মেগা দুর্নীতি হয়েছে... এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। সে জন্য আমরা জনগণের সমর্থন চাই।' বনানীর পথসভার পর ঢাকা-১০ আসনে শেখ রবিউল আলম রবির নির্বাচনী এলাকায় কলাবাগান ক্রীড়া চক্র মাঠে, এরপর পর্যায়ক্রমে ঢাকা-৮ আসনে মির্জা আব্বাসের আসনে পীর জঙ্গি মাজার রোডে, ঢাকা-৯ আসনে হাবিবুর রশীদ হাবিবের আসনে বাসাবো তরুণ সংঘ মাঠে, ঢাকা-৫ আসনে নবী উল্লাহ নবীর যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক রোডে, ঢাকা-৪ আসনে তানভীর আহমেদ রবিনের জুরাইন দয়াগঞ্জ রোডে, ঢাকা-৬ আসনে ইশরাক হোসেনের ধূপখোলা মাঠে এবং ঢাকা-৭ আসনে হামিদুর রহমান হামিদের লালবাগ বালুর মাঠের পথসভায় বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান। সারা দেশে নির্বাচনে প্রচারণা শেষে করে রোববার ঢাকা মহানগরে প্রচারণা শুরু করেন তারেক রহমান। তিনি ঢাকার ৭টি নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন।

'হ্যাঁ' ভোট জিতলে দেশ

ফিরে আসবে না। সামনে যে নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তা দেশের রাজনৈতিক কাঠামোয় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসবে। সোমবার সকালে সচিবদের সঙ্গে গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। প্রেস সচিব জানান, গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব, সচিবসহ প্রায় ৭০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রধান উপদেষ্টা সীমিত পরিসরে বক্তব্য দেন এবং পরে সচিবদের সঙ্গে ছবি তোলেন। শফিকুল আলম জানান, আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, অতীতে যেসব নির্বাচন হয়েছে, সেগুলো প্রকৃত অর্থে নির্বাচন ছিল না; সেগুলো ছিল একধরনের ভুয়া নির্বাচন। তবে এবারের নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনের আর মাত্র দুই দিন বাকি এবং দেশ প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। ড. ইউনূস বলেছেন, এই নির্বাচন ও গণভোট দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসবে। তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিরা সরাসরি দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অতীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণ-অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবাসীদের যে ভূমিকা ছিল, এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে সেই ভূমিকা আরও মর্যাদাপূর্ণ ও সুসংহত হয়েছে। এখন থেকে তাঁরা দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এবারের নির্বাচনে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ভোটদান প্রক্রিয়াকে সবার জন্য আরও সহজ করেছে। ভোটাররা কীভাবে ভোট দেবেন, সে বিষয়ে একটি অ্যাপ চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রায় ৪৩ হাজার ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে, সে জন্যও আলাদা নির্বাচনভিত্তিক অ্যাপ ব্যবহৃত হচ্ছে। ড. ইউনূস জানান, 'নির্বাচন বন্ধু হটলাইন-৩৩৩' চালু করা হয়েছে। প্রায় ২৫ হাজার ৭০০টি বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সব ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগের ফলে এবারের নির্বাচন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় ভালো হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, নানা দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে আসছেন। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা ফিরে এসেছে। একই সঙ্গে এটি প্রতিফলন করে যে, তাঁরা বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সময়ে অনুষ্ঠিত আগের তিনটি নির্বাচনের কোনো বৈধতা ছিল না এবং সে সময় উল্লেখযোগ্য কোনো আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকও আসেননি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এ পর্যন্ত নির্বাচনকে ঘিরে তেমন কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি। নির্বাচনী প্রচারণা খুবই শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। নেতারা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে মানুষের উপস্থিতি বেশি হলেও প্রচারণা শান্তিপূর্ণ থাকছে। ড. ইউনূস সচিবদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গত ১৮ মাসে তাঁরা যে কাজ করেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রায় ১৩০টি অধ্যাদেশ জারি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিবরা সহযোগিতামূলক ভূমিকা রেখেছেন এবং এসব কাজ দ্রুত সম্পন্ন করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ সামনে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে এসে কারখানা স্থাপন করবেন। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী একটি বিশাল সম্পদ, যা ভবিষ্যতে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির কারণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে অন্যান্য দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। এই বাস্তবতার কারণে অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হবেন। গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সুন্দরভাবে নির্মিত হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা।

শহরে বিএনপি, গ্রামে এগিয়ে

জরিপের ফলাফলে ভোটের হিসাবে বিএনপি সামান্য এগিয়ে থাকলেও তুলনামূলক বেশি আসনে জামায়াত এগিয়ে থাকার পূর্বাভাস দিচ্ছে। ৪৪.১ শতাংশ ভোট বিএনপি পাচ্ছে, আর জামায়াতের ভোট ৪৩.৯ শতাংশ। জরিপ অনুযায়ী জামায়াত ১০৫টি আসনে জয় পেতে পারে, আর বিএনপি পেতে পারে ১০১টি আসন। অন্যদিকে, অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয় পেতে পারেন ১৯টি আসনে। এছাড়া ৭৫টি আসনে বিএনপি ও জামায়াত দুই প্রধান জোটের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে পুরো নির্বাচনী মাঠে এক কঠিন ও হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলছে জরিপে। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল' অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (আইআইএলডি) এবং জার্নাল অব ডেমোক্রেসির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রাক নির্বাচনী জনমত জরিপে জাতীয় নির্বাচনে এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দেয়া হয়েছে। সোমবার রাজধানীর একটি হোটেল আয়োজিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সামনে রেখে প্রাক নির্বাচনী জনমত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। আইআইএলডি-এর নির্বাহী পরিচালক শফিউল আলম শাহীন আনুষ্ঠানিকভাবে জরিপের এই ফলাফল ঘোষণা করেন। তিনি জানান, গত ২২ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৬ দিন সারাদেশে একযোগে ৩০০টি আসনে তাদের টিমের সদস্যরা এই জরিপ পরিচালনা করেন। এর আগে গত ১২ জানুয়ারি প্রথমবার নির্বাচনী জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। সোমবার প্রকাশিত জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোট নিয়েও জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে সংস্থাটি। গণভোট নিয়ে প্রকাশিত জরিপে দেখা যায় জরিপে অংশ নেয়া ৭৪.৯ ভাগ মানুষ গণভোট সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং ২৫.২ ভাগ মানুষ এখনো জানেন না। গণভোটে হ্যাঁ ভোট দেয়ার কথা বলেছেন ৮৯.৬ ভাগ ভোটার এবং 'না' ভোটের কথা বলেছেন ৯.১ ভাগ। সংশ্লিষ্টরা জানান, জরিপের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভোটারদের মনোভাবের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা। একইসাথে ভোটারদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রধান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করা এবং ভোটারদের ধর্মীয় পরিচয়, সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে রাজনৈতিক পছন্দের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই জরিপে দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনকে প্রতিটিকে একটি করে ক্লাস্টার ইউনিট বা স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয় দুই ধাপে। প্রথম ধাপে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডগুলোকে প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট হিসেবে দৈবচয়ন বা র‍্যান্ডম পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত এলাকা থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ জন ভোটারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে প্রতি নির্বাচনী এলাকায় মোট ১০০ থেকে ৩০০ জন উত্তরদাতার মতামত নেয়া হয়। জরিপে মোট ৬৩ হাজার ৬১৫ জনের মতামত নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬ হাজার ৬৩৪ জন পুরুষ, যা মোট অংশগ্রহণকারীদের ৫৭.৫৯ শতাংশ। নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২৬ হাজার ৯৮১ জন, যা ৪২.৪১ শতাংশ। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণ ভোটার ছিলেন ১৭ হাজার ৪৮১ জন, যা মোট অংশগ্রহণকারীদের ২৭.৪৮ শতাংশ। ৩০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ভোটার ছিলেন ২৬ হাজার ২৪৩ জন বা ৪১.২৫ শতাংশ। আর ৪৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী ছিলেন ১৫ হাজার ১১৭ জন, যা ২৩.৭৭ শতাংশ। ৬০ বছরের উর্ধ্বে বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটার ছিলেন ৪ হাজার ৭৭৪ জন, যা মোটের ৭.৫০ শতাংশ। ভোটদানে আগ্রহ ও প্রত্যাশা- জরিপে অংশ নেয়া মানুষের মধ্যে ভোটদানে আগ্রহের হার বেশি। ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা আসন্ন নির্বাচনে ভোট দেবেন। ভোট দেবেন না বলেছেন ৪ শতাংশ এবং এখনো সিদ্ধান্ত নেননি এমন মানুষের হারও ৪ শতাংশ। নির্বাচিত সরকারের কাছে ভোটারদের প্রত্যাশার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণ। ৬৭ ভাগ মানুষ এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আইনশৃঙ্খলার উন্নতি চান ৫৩ শতাংশ মানুষ, দুর্নীতি বন্ধ চান ৫২ শতাংশ, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি ৪৮ শতাংশ এবং চাঁদাবাজি থেকে মুক্তি চান ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা। ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- এ প্রশ্নে ৭১ শতাংশ মানুষ প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা জানিয়েছেন। দলীয় আদর্শ বিবেচনায় ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন ৪৭ শতাংশ। পাশাপাশি দলীয় অভিজ্ঞতা (৩৬ শতাংশ), উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি (৩১ শতাংশ), ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি (২৫ শতাংশ) জুলাইয়ে ভূমিকা ২৩ শতাংশ এবং চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান (১৮ শতাংশ) ভোটের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবে বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ-জোটভিত্তিক সমর্থনে বিএনপি জোটকে ৪৪.১ শতাংশ এবং জামায়াত জোটকে ৪৩.৯ শতাংশ মানুষ সমর্থন জানিয়েছেন। জাতীয় পার্টির প্রতি সমর্থন মাত্র ১.৭ শতাংশ এবং সিদ্ধান্ত নেননি ৬.৫ শতাংশ ভোটার। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুরুষ ভোটারদের মধ্যে বিএনপি এগিয়ে রয়েছে। ৪৭ শতাংশ পুরুষ বিএনপি জোটকে ভোটে সমর্থন জানিয়েছেন, যেখানে জামায়াত জোট ৪২ শতাংশ পুরুষ ভোট। অন্যদিকে নারী ভোটারদের মধ্যে চিত্রটি উল্টো। নারীদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ জামায়াত জোটকে এবং ৪২ শতাংশ বিএনপি জোটকে সমর্থন জানিয়েছেন। এলাকাভিত্তিক হিসাবে শহরের ভোটারদের মধ্যে বিএনপি কিছুটা এগিয়ে। শহরে ৪৬ শতাংশ ভোটার বিএনপিকে এবং ৪২ শতাংশ জামায়াতকে সমর্থন করেছেন। গ্রামাঞ্চলে জামায়াত এগিয়ে। ৪৫ শতাংশ গ্রামীণ ভোটার জামায়াতের পক্ষে, আর বিএনপির পক্ষে ৪৩ শতাংশ। ধর্মভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইসলাম ধর্মের ভোটারদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ জামায়াতকে এবং ৪৩ শতাংশ বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছেন। খ্রিষ্টান ধর্মের ভোটারদের মধ্যেও জামায়াতের সমর্থন তুলনামূলক বেশি। বিপরীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বিএনপিকে এবং ২৮ শতাংশ জামায়াতকে সমর্থন করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিএনপি পেয়েছে ৩৪ শতাংশ এবং জামায়াত ১০ শতাংশ ভোট। বয়সভিত্তিক হিসাবে ১৮-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫১ শতাংশ জামায়াতকে এবং ৩৮ শতাংশ বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছেন। ৩০-৪৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ বিএনপি এবং ৪২ শতাংশ জামায়াতের পক্ষে। ৪৫-৫৯ বছর বয়সীদের মধ্যে বিএনপি ৪৮ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ সমর্থন পেয়েছে। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সীদের মধ্যে বিএনপি ৪৪ শতাংশ ও জামায়াত ৪২ শতাংশ সমর্থন পেয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন ভোটারদের মধ্যে ৪৯ শতাংশ বিএনপি এবং ৩৯ শতাংশ জামায়াতকে সমর্থন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষায়ও বিএনপি এগিয়ে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে জামায়াতের সমর্থন বেশি। মাধ্যমিকে ৪৮ শতাংশ এবং গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শ্রেণিতে ৫১ শতাংশ ভোট জামায়াতের পক্ষে। বিএনপি জোটের প্রতি সমর্থনের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে ৮৪ শতাংশ মানুষ দলটির দেশ পরিচালনার অতীত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে জামায়াতের প্রতি সমর্থনের প্রধান কারণ হিসেবে ভোটাররা সততা ও দুর্নীতি করার মনোভাব কম বলে উল্লেখ করেছেন। সব মিলিয়ে এই প্রাক নির্বাচনী জরিপ বলছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ভোটের ব্যবধান অতি সামান্য, আসনের হিসাবেও কোনো দল নিশ্চিতভাবে এগিয়ে নেই। ফলে শেষ মুহূর্তের রাজনৈতিক কৌশল, জোট সমীকরণ ও মাঠের প্রচারণাই নির্ধারণ করবে আগামী দিনের রাষ্ট্রক্ষমতা। আইআইএলডি-এর নির্বাহী পরিচালক শফিউল আলম শাহীন বলেন, বিগত ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন নিয়ে তারা যে জরিপ করেছিলেন তার বেশিরভাগই প্রতিফলিত হয়েছিল। জাতীয় নির্বাচনের এই জরিপের যদিও ব্যাপকতা আরো বেশি, তবুও এখন পর্যন্ত মাঠের তথ্য এরকমই এসেছে।

অনন্য উচ্চতায় মানুষ গড়ার

সিটি কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত আছেন দীর্ঘ ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে। যেখানে শিক্ষকতাকে তিনি কেবল পেশা নয়, বরং ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ক্লাসরুমে পাঠ্যবইয়ের আলোচনার সমান্তরালে তিনি শিক্ষার্থীদের শিখিয়েছেন নৈতিকতা, সততা ও দেশপ্রেমের পরম পাঠ। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং ছাত্রদের যেকোনো সংকটে বটবৃক্ষের মতো পাশে দাঁড়ানোর গুণটি তাঁকে জেলার শিক্ষাঙ্গনে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাঁর হাতে গড়া হাজারো ছাত্র আজ দেশ-বিদেশে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে তাঁরই আদর্শের জানান দিচ্ছে। আবদুল জব্বারের কাছে সমাজসেবা কোনো লৌকিকতা বা প্রচারণার মাধ্যম নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আর্তমানবতার জয়গান গায়। হাড়কাঁপানো শীতের রাতে যখন মানুষ উষ্ণতার খোঁজে ঘরে থাকে, তখন তিনি কম্বল হাতে বেরিয়ে পড়েন ছিন্নমূল মানুষের সন্ধানে। করোনাকালীন মহাসংকটে বা ভয়াবহ বন্যার সময় যখন আপনজন পর হয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘরে ঘরে খাদ্য ও ওষুধ পৌঁছে দিয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অসুস্থ-অসহায় মানুষের সেবায় অবিরাম ছুটে চলা একজন নির্ভীক সমাজসেবক তিনি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও অসুস্থ মানুষের সেবায় ছুটে যান বিভিন্ন হাসপাতাল-ক্লিনিক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে। তার নির্বাচনী এলাকার বরিশাল-৪ (হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ, কাজীরহাট) এর সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম শিশুদের জন্য এতিমখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তিনি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। গৃহহীনদের বাসস্থান তৈরী করে দেওয়া কিংবা দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ের খরচ সবখানেই পরম স্বজনের মতো হাজির থাকেন এই সাদা মনের মানুষটি। একটি আদর্শিক রাজনৈতিক দলের জেলা আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই নেতা আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা মার্কার সংসদ সদস্য প্রার্থী। তিনি রাজনীতিকে কেবল জনগণের অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবেই দেখেন না। রাজনীতি প্রতিহিংসার নয়, বরং ভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতায় তিনি বিশ্বাসী। রাজনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে তাঁর অটল বিশ্বাস ও সাহসী নেতৃত্ব নেতা-কর্মীদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বিগত ফ্যাসিষ্ট হাসিনার আমলে জেল-জুলম নির্যাতনের শিকার কর্মীদের তিনি আগলে রেখেছেন পরম মমতায়। দুর্নীতির এই যুগে তিনি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। যাঁর আমানতদারিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে বিরোধী মতের মানুষেরও কোনো সংশয় নেই। তিনি প্রমাণ করেছেন, সদিচ্ছা থাকলে একই সাথে আদর্শ শিক্ষক, সফল রাজনীতিবিদ এবং বড় হৃদয়ের সমাজসেবক হওয়া সম্ভব। তাঁর মুখে স্নিগ্ধ হাসি আর অন্তরে মানুষের জন্য অফুরন্ত মমতা তাঁকে সাধারণের মাঝে অনন্য করে তুলেছে। আমাদের এই অবক্ষয়িত সমাজে তাঁর মতো নিঃস্বার্থ নেতার উপস্থিতি কেবল একটি দলের জন্য নয়, বরং সকল জনগনের জন্য এক পরম আশীর্বাদ। তাই আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই মহান ব্যক্তিকে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে অবহেলিত মেহেন্দিগঞ্জ-হিজলা-কাজিরহাট-কে উন্নয়নের সোপানে নিয়ে যওয়ার প্রত্যাশা তার সমর্থক ও শুভ্যানুধায়ীদের।

গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক

সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে পারেনি। যে কারনে গ্রামে ঢুকলেই আমরা গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোর করুন চিত্র দেখতে পাই। তাই নির্বাচিত হতে পারলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। সোমবার বিকেলে গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডে ধানের শীষের একটি মিছিলে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেছেন। ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনের সর্বত্র ধানের শীষের জোয়ার বইছে জানিয়ে ধানের শীষ মার্কার প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপন আরও বলেন, এই মুহুর্তে (বিকেলে) বরিশাল-১ আসনের শতাধিক পয়েন্টে ধানের শীষের সমর্থকরা একযোগে মিছিল বের করেছে। প্রতিটি মিছিলে হাজার হাজার সমর্থক অংশগ্রহণ করে ধানের শীষের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বেড়ে গেছে। আমরা তরুণ-যুবক শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাই। যারা বিদেশ যেতে চায় তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে রুপান্তর করে বিদেশে পাঠাতে চাই। তরুণ ভোটারদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, এখনকার তরুণ ভোটারদের পরিবারের সদস্যরা পূর্বে আমাকে ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছিলো। এই নির্বাচনে তরুণ ভোটাররা আমাকে ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করবে বলে আমি শতভাগ বিশ্বাস করছি। মাদকচক্রের প্রতি হুশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় মাদক প্রকট আকার ধারণ করেছে। আমি নির্বাচিত হতে পারলে রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনকে নিয়ে মাদকচক্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। এরআগে গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে মিছিল পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সরোয়ার আলম বিপ্লব, সদস্য সচিব শরীফ জহির সাজ্জাদ হান্নান, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক বদিউজ্জামান মিন্টু, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক সফিকুর রহমান শরীফ স্বপনসহ অন্যান্যরা।

বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে সরে

এনপিপি'র প্রার্থী সাহেব আলী জানান, তিনি কোনো প্রকার চাপ বা প্রলোভনে না পড়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটি সুন্দর রাষ্ট্র গড়ার সহায়ক হিসেবে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছেন। বরিশালের বানারীপাড়া এবং উজিরপুর উপজেলায় এনপিপি'র নেতাকর্মী সহ সকল ভোটারদেরকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। এর আগে, জামায়াতের সঙ্গে জোট করাকে কেন্দ্র করে ঝালকাঠিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন তিনজন নেতাকর্মী। শনিবার (০৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা শহরের সাধনার মোড় সংলগ্ন বিএনপির প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন তারা।

আমাকে মন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি

মধ্যে আপনাদের সন্তান আমি একজন। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আমি সব জায়গায় যেতে পারিনি, বাজারে গিয়ে সবার কাছে ভোট চাইতে পারিনি। এই সীমাবদ্ধতার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং বিষয়টি ভালো দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাই। নুরুল হক নুর বলেন, আপনাদের হাতে এত সম্ভাবনা থাকার পরও যদি তা কাজে লাগাতে না পারেন, তাহলে এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ শুধু দুর্ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এলাকার উন্নয়ন ও ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ চাকরি-বাকরির সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে

ডা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, আবার যদি আমাদের মা-বোনদের হেনস্তা করার দুঃসাহস করা হয়, তাহলে যেভাবে আমরা থানা ঘেরাও করেছি, ঠিক সেভাবেই বাউফলের জনগণ তাদের বাড়ি ও এলাকা ঘেরাও করবে। আমাদের শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। জীবন বাজি রেখে হলেও আমরা তাদের সম্মান রক্ষা করব। তিনি অভিযোগ করে বলেন, চন্দ্রদ্বীপে আমাদের অন্তত ২৫ জন নেতাকর্মীকে কুপিয়ে ও মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছে। এমনকি তিন মাসের গর্ভবতী এক মায়ের পেটে লাথি মেরে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে বাউফলের জনগণ লংমার্চসহ কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করে দোষীদের বেঁধে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মহিলা জামায়াতের নেত্রী ডা. জাকিয়া ফারহানা বলেন, আমরা নারীরা জুলাই বিপ্লবে অংশ নিয়েছি, আমাদের অধিকার ও নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছি। অথচ বিপ্লবের মাত্র কয়েক মাস পরই আমাদের মা-বোনদের ওপর এমন বর্বরতা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, চন্দ্রদ্বীপ, দাসপাড়া ও ধুলিয়ায় আমাদের হিজাব টেনে খুলে নেওয়া হয়েছে, বোরকা খুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটি শুধু নারীদের ওপর হামলা নয়, মানবতার ওপর আঘাত। এদিকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. নুরজাহান বলেন, প্রায় পঞ্চাশেরও বেশি আহত রোগী হাসপাতালে এসেছিলেন। অনেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন, কয়েকজন ভর্তি ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গর্ভবতী নারী। তিনি হাসপাতালে আসার সময় তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।

নির্বাচিত হলে নদী ভাঙ্গন রোধে

মেরিন ড্রাইভের ন্যায় স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মান করা হবে। আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ভোলা-২ আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলহাজ্ব হাফিজ ইব্রাহিম বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখানে ২টি পৃথক নির্বাচনী শেষ জনসভায় তার ২২ দফা নির্বাচনী ইসতেহার ঘোষনাকালে এ কথা বলেন। বোরহানউদ্দিন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাফরুজা সুলতানার সভাপতিত্বে হাফিজ ইব্রাহিম বলেন- বিগত ১৫ বছর আওয়ামী ফ্যাসিষ্টের অত্যাচার, লুটপাট আর চাঁদা বাজীর কারনে জনগন অতিষ্ঠ হয়ে পরেছিল। দিনের ভোট রাতে করে জনগনের ভোটাধিকার হরন করেছ। ফ্যাসিষ্টদের বিদায় হলেও তাদের লালিত গুপ্ত বাহিনী সোচ্চার হয়ে এখন মানুষকে বেহেস্তে পাঠাচ্ছে। ওই বাহিনীটি ৭১ সালে দেশের বিরোধী তা করেছে। জাতীর সাথে বেইমানী ও প্রতারনা করেছে। এদের থেকে সাবধান থাকবেন। টাকার বিনিময়ে রাতের আধারে ভোটারদের প্রভাবিত করছে। নির্বাচনী এলাকায় ভোটারবিহীন লোকদের আনাগোনা বেড়েছে। অনেক অপিরিচত মুখ দেখাযাচ্ছে। তিনি সকলকে সর্তক থেকে স্হানীয় ২২ দফা এবং তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহব্বান জানান।

কলাপাড়ায় গোলগাছের

গুড়। এই গুড়ের চাহিদাও রয়েছে ব্যাপক। মুখে নিলেই বুঝতে পারেন এর স্বাদের ভিন্নতা। এটি পাম গোত্রের ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ বলে জানান কৃষিবিদরা। গোলগাছ চাষীদের সূত্র জানা গেছে, এ উপজেলায় অন্তত ৩০০ পরিবার গোলগাছের রস সংগ্রহ করার পর তা দিয়ে গুড় তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। বড় ধরনের কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই এই মৌসুমে গোলের গুড় তৈরি করে প্রতিটি পরিবার বারতি ৫০-৬০ হাজার টাকা আয় করছেন। সংশ্লিষ্ট কৃষকদের তথ্য মতে, কলাপাড়া উপজেলায় প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে গোলগাছের বাগান রয়েছে। শীতের মৌসুমে নীলগঞ্জ, মিঠাগঞ্জ ও চাকামইয়া ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছেন। চলতি মৌসুমে এখান থেকে অন্তত ২০০ টন গোলের গুড় উৎপাদিত হচ্ছে। এই গুড়ের বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা। গোলগাছের রস দিয়ে গুড় তৈরির সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গোলগাছের পরিচর্যা করতে তেমন কোনো খরচ নেই। গুড় উৎপাদন ছাড়াও রয়েছে এ গাছের বহুবিধ ব্যবহার। তবে এর রসের পিঠা বা পায়েস অতি মুখরোচোখ হয়। এক সময় গুড়ের পরিচিতি তেমন একটা না থাকলেও এখন বানিজ্যিকভাবে এর প্রসারতা লাভ করেছে। সুমিষ্ট এ গুড় পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন হাট বাজারে। গুড় উৎপাদন ছাড়াও রয়েছে এ গাছের বহুবিধ ব্যবহার।এদিকে বনবিভাগের পক্ষ থেকে এ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে বেশকিছু গোল গাছের বীজ রোপন করেছেন বলে জানা গেছে। নবীপুর গ্রামের গোলগাছ চাষী বিমল মৃধা জানান, অগ্রহায়ণ মাস থেকে ছড়া কাটা শুরু করেছেন। তার বাগান থেকে প্রতিদিন ৫ কলস রস বের হয়। এতে মোট ১০ কেজি গুড় আসে। প্রতিদিন কাক ডাকা ভোরে বাগানে গিয়ে প্রতিটি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে আনতে হয়। অপর এক গোল চাষী পরিমল হাওলাদার জানান, তিনি অন্যের বাগান বর্গা নিয়েছেন। তার বাগানে প্রায় ২০০ ছড়া রয়েছে। এ থেকে প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ কলস রস বের হয়। তিনিও প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ কেজি গুড় তৈরি করেন। এভাবেই চৈত্র মাস পর্যন্ত রস সংগ্রহ করবেন বলে তারা জানান। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আরাফাত হোসেন জানান, গোলগাছ একটিঅর্থকড়ি ফসল। উপকূলীয় সাগরপাড়ের এ জনপদে গোলগাছ সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে পরিচিত। গোলগাছ চাষীদের কৃষি বিভাগ পক্ষ থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া গোলের চাষ আরও কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এমন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

একটি বিশেষ মহল নির্বাচন বানচালের

বলেন, যারা মনে করে জনগণের ভোটে সরকার গঠন করার সুযোগ নেই, এই ধরনের দলগুলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। সরকারের একটি মহল তাদের মদদ দিচ্ছে। মূলত তারা গণতন্ত্র চায় না। নির্বাচনেও তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এটা উপলব্ধি করেই তারা নির্বাচন পণ্ড করার চেষ্টায় লিপ্ত। এরমধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরও ইন্ধন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতাকামী, তারাই নির্বাচনকে সুষ্ঠু করে নিবে। এর মধ্যদিয়ে আগামীতেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বর্তমান সরকারের আয়ু আছে আর মাত্র এক সপ্তাহ তাদের দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি শোভনীয় নয়। নির্বাচিত সরকার যারাই আসুক তারাই চুক্তি করবে, তাদের এ তৎপরতা জনগণ ভালো চোখে দেখছে না। আগামী নির্বাচনে জনগণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাফর ইকবালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বাবুল পঞ্চায়েতের সঞ্চালনা জনসভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ স্থানীয় জনতা।

আমরা একটি ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশের

নির্বাচন এসেছে, জনগণ আশায় বুক বেঁধে বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন মার্কায় ভোট দিয়েছে; কিন্তু তারা কাঙ্ক্ষিত দেশ পায়নি। মাসুদ সাঈদী আরও বলেন, 'জনগণকে মূল্যায়ন করা হয়নি। বরং আমরা দেখেছি, গত ৫৪ বছরে যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারা কেবল নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। দেশ ও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোনো কোনো দল একটানা ৫, ১০ বা ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে আমাদের উন্নয়নের গল্প শুনিয়েছে, কিন্তু সেসব ছিল কেবলই কথার কথা; বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি।' এ সময় তিনি 'দাঁড়িপাল্লা' মার্কায় ভোট চেয়ে তার বাবার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমার বাবা যেমন উন্নয়নমূলক কাজের হিসাব বই আকারে জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আল্লাহ যদি আমাকে আপনাদের খিদমত করার সুযোগ দেন, তবে আমিও ঠিক তা-ই করব।' উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সেক্রেটারি কাজী মোসলেহ উদ্দিনের সঞ্চালনায় উক্ত জনসভায় ১১ দলীয় জোটের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানকে

হয়েছে। রোববার লাহোরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি), পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রতিনিধিদের মধ্যে দীর্ঘ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পর বিষয়টি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের টেবিলে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে 'ক্রিকবাজ'। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে, দ্রুতই আইসিসি অথবা পিসিবির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। হাতে এক সপ্তাহেরও কম সময় থাকায় সিদ্ধান্তে আর বিলম্ব হলে তা আত্মঘাতী হবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ, সমর্থক ও অন্যান্য অংশীজনদের ভ্রমণ ও প্রস্তুতির জন্য সময় প্রয়োজন। শোনা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি শর্তে পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে খেলতে রাজি হতে পারে। পিসিবি ও বিসিবি ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ পুনরায় শুরুর দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, ভারত-পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজনের প্রস্তাবও আলোচনায় ছিল বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, আগামী সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সূচি রয়েছে। তবে দুই দেশের বর্তমান কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে সিরিজটি নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সব সমস্যার জট খুলতে পারে এবার।

গাজা পুনর্গঠনের ছলে

ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। গত মাসে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার নতুন করে গাজা পুনর্গঠনের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সেখানে আকাশচুম্বী ভবন ও পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলা হলেও বাস্তবে গাজায় এখনো একটি ইটও বসেনি। বর্তমানে উপত্যকাটিতে জমে আছে প্রায় ৬ কোটি টন ধ্বংসস্তূপ। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলি অভিযানে গাজার ৯০ শতাংশের বেশি এলাকা ধ্বংস হয়েছে এবং পুনর্গঠনে লাগবে অন্তত ৭০ বিলিয়ন ডলার। অক্টোবরের যুদ্ধবিরতির পর বিমান হামলা কিছুটা কমলেও সহিংসতা থামেনি। একই সঙ্গে সিমেন্ট ও স্টিলের মতো প্রয়োজনীয় নির্মাণসামগ্রী প্রবেশে ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। গবেষক ইহাব জাবারিনের মতে, পুনর্গঠন এখন যুদ্ধেরই আরেক রূপ, যেখানে গাজায় সিমেন্টের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে গাজার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পুনর্গঠনকে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক শর্তের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এতে গাজায় কোন প্রশাসন কাজ করবে এবং কারা বৈধতা পাবে, সেটিও ইসরায়েল নির্ধারণ করতে চায়। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার, বাসস্থানকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণের নামে সাধারণ মানুষের আওতাবহির্ভূত করা হচ্ছে। জাতিসংঘ বলছে, শুধু ধ্বংসস্তূপ সরাতেই সাত বছর লাগতে পারে। এত দীর্ঘ অপেক্ষায় ক্লান্ত ফিলিস্তিনি গাজাবাসী গাজা ছেড়ে চলে যাবে, এটাই ইসরায়েলি কৌশল। বিশ্লেষকদের ভাষায়, সরাসরি হামলার বদলে সময় ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে অস্ত্র বানিয়েই এগোচ্ছে নীরব স্থানান্তর।

ঝালকাঠি-২ আসনে ধানের শীষে ভোট দেবেন জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি-২ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় পার্টি। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেবেন জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমানের যৌথ সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঝালকাঠি-২ আসনে লাঙ্গল প্রতীকে জাতীয় পার্টির কোনো প্রার্থী নেই। এজন্য জেলা পার্টি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে বিএনপির প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেবেন। তবে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণভোটে 'না' ভোটের পক্ষেই অবস্থান নেবে দলটি। ঝালকাঠি জেলায় মোট দুটি সংসদীয় আসন রয়েছে। এর মধ্যে রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলা নিয়ে ঝালকাঠি-১ এবং সদর ও নলছিটি উপজেলা নিয়ে ঝালকাঠি-২ আসন গঠিত। ঝালকাঠি-২ আসনে জাতীয় পার্টির একজন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিলেও তা বাতিল করা হয়। তবে ঝালকাঠি-১ আসনে লাঙ্গল প্রতীকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচনি মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বরিশাল বিভাগের আসনগুলোতে ফল নির্ধারক হতে পারে যেসব উপজেলা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

কেবল একটি উপজেলা নিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদের আসনগুলোতে দলীয় প্রার্থীর জয়-পরাজয়ের নির্ধারক হতে পারেন স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহীরা। দুই ও এর বেশি উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনের ক্ষেত্রে ব্যবধান গড়ে দিতে পারে চারটি বিষয়। এগুলো হলো- নারী ভোটার, নতুন ভোটার, প্রার্থীর নিজ এলাকার বাইরের উপজেলায় তাঁর ভোটব্যাংক ও দলীয় প্রভাব। বরিশাল বিভাগ: মোট আসন ২১টি- একাধিক উপজেলা বিশিষ্ট আসনগুলোর মধ্যে বরিশাল-১-এ আগৈলঝাড়া হতে পারে আসনের ভোটের প্রভাবক। এখানে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপনের বিপক্ষে লড়বেন কেন্দ্রের বহিষ্কৃত সদস্য আব্দুস সোবহান। জহির উদ্দিন গৌরনদীর স্থানীয়। এ উপজেলায় স্থানীয় প্রার্থী জামায়াতের কামরুল ইসলাম খান। স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী আব্দুস সোবহান আগৈলঝাড়ার স্থানীয়। স্থানীয় প্রার্থী কম থাকায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৫০৫ ভোটারের আগৈলঝাড়া উপজেলা ভোটের হিসাবে প্রভাব ফেলতে পারে। একইভাবে বরিশাল-২ এ উজিরপুরের বিপরীতে বানারীপাড়া, বরিশাল-৩ এ ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় বাবুগঞ্জের বিপরীতে মুলাদী, বরিশাল-৪ এ মেহেন্দীগঞ্জের বিপরীতে হিজলা উপজেলা প্রভাবক হতে পারে। ভোলা-২: দৌলতখান হতে পারে প্রভাবক। আসনটি দৌলতখানসহ বোরহানউদ্দিন উপজেলা নিয়ে গঠিত। বিএনপি, জামায়াত, এলডিপি ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীর বাড়ি বোরহানউদ্দিনে। মোট ৩ লাখ ৯১ হাজার ৬৫১ ভোটারের মধ্যে ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৩ জন বোরহানউদ্দিনের বাসিন্দা। বাকি ১ লাখ ৬৪ হাজারের বেশি ভোটার দৌলতখানের। ফলে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে পারে দৌলতখানের ভোটাররা। ভোলা-৩: জয়ের নির্ধারক হতে পারে তজুমদ্দিন উপজেলার ভোটাররা। বিএনপি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, ইসলামী আন্দোলন, জাতীয় পার্টিসহ মোট পাঁচ প্রার্থীর চারজনের বাড়িই লালমোহনে। মোট ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৯০৬ জনের মধ্যে ১ লাখ ৭ হাজার ৬৫৬ ভোটারের উল্লেখযোগ্য অংশ যে প্রার্থীর দিকে যাবে, তিনি জয়ের দৌড়ে এগিয়ে থাকতে পারেন। ভোলা-৪: দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে একই প্রবণতা দেখা গেছে। মোট ৬ জনের মধ্যে বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয় পার্টির মনোনীতদের বাড়ি চরফ্যাসনে, যেখানে ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ২৭ হাজার ৬৬৬। আরেক দ্বীপ উপজেলা মনপুরায় ভোটার মাত্র সাড়ে ৬৬ হাজার। প্রার্থীর এলাকা ও দলীয় ভাবমূর্তির সূত্রে চরফ্যাসনের ভোটাররা যার দিকে ঝুঁকবে, তিনি এগিয়ে থাকবেন। পিরোজপুর-১: তিনটি উপজেলার এ আসনে প্রার্থী মাত্র দুজন; বিএনপি ও জামায়াতের। বিএনপি প্রার্থী সদরে এবং জামায়াতের প্রার্থী ইন্দুরকানীর স্থানীয়। মোট ৩ লাখ ৯২ হাজার ভোটারের মধ্যে দেড় লাখের বেশি সদরের বাসিন্দা। ইন্দুরকানীতে ৭৫ হাজার এবং নাজিরপুরের ভোটার প্রায় ১ লাখ ৬৬ হাজার। ফলে নাজিরপুর প্রভাবক হতে পারে। আসনটিতে বিএনপির প্রার্থী আলমগীর হোসেন জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। এ ছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য। অপরদিকে জামায়াতের প্রার্থী দলটির কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী বিভাগের নেতা। পিরোজপুর-২: মোট ৪ লাখ ৯ হাজারের বেশি ভোটারের মধ্যে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৪৭৩ জন নেছারাবাদের বাসিন্দা। কিন্তু এ উপজেলা থেকে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলনের কোনো প্রার্থী নেই। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটার ভান্ডারিয়ার (১ লাখ ৪৩ হাজার ৪৩২)। এখানকার স্থানীয় হওয়ায় বিএনপির মনোনীত আহম্মদ সোহেল মনজুরের ভোটে ভাগ বসাতে পারেন স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থী মাহামুদ হোসেন। অপরদিকে জাতীয় পার্টির (জেপি) মাহিবুল হোসেনও ভান্ডারিয়ার স্থানীয় হওয়ায় নিজস্ব ভোট ব্যাংক আছে। আরেক উপজেলা কাউখালীতে ৬৬ হাজার ৩৮৯ ভোটারের বিপরীতে স্থানীয় প্রার্থী ইসলামী আন্দোলনের আবুল কালাম আজাদ। জামায়াতের শামীম সাঈদী এ আসনের কোনো উপজেলার স্থানীয় নন। দলটির কেন্দ্রীয় ওলামা বিভাগের এই নেতার বাড়ি পিরোজপুর-১ আসনের উপজেলা ইন্দুরকানীতে। ফলে নেছারাবাদ হতে পারে ভাগ্যনির্ধারণী উপজেলা। ঝালকাঠি-১: প্রভাব ফেলতে পারেন কাঁঠালিয়ার ভোটাররা। আসনের মোট ২ লাখ ২৫ হাজার ৩৪২ ভোটারের মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার ২০০ জন কাঁঠালিয়ার। কিন্তু এ উপজেলায় স্থানীয় কোনো প্রার্থী নেই। মোট ১০ প্রার্থীর মধ্যে বিএনপি, ইসলামী আন্দোলন, জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীরা রাজাপুরের বাসিন্দা। এ উপজেলার ভোটার ১ লাখ ৫ হাজারের বেশি। আসনটিতে জামায়াতসহ বাকি ৬ প্রার্থী ভিন্ন জেলার বাসিন্দা। ফলে রাজাপুরের চেয়ে কাঁঠালিয়ার দিকে তাদের নজর থাকবে। ঝালকাঠি-২: ভোটের সমীকরণে 'ফ্যাক্টর' হতে পারে সদর উপজেলা; ভোটার ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩০। উল্লেখযোগ্য দলগুলোর প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপি কিংবা জামায়াতের কেউ এখানকার স্থানীয় নন। তবে গণঅধিকার পরিষদের মাহমুদুল ইসলাম ও দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী এ উপজেলার স্থানীয়। বিপরীতে নলছিটির ১ লাখ ৭৬ হাজার ৮৬৫ ভোটারের বিপরীতে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ তিনটি দল স্থানীয় প্রার্থী দিয়েছে। এ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেনের ঠিকানা ঢাকার উত্তরায়। বরগুনা-১: তিন উপজেলার এ আসনে বিএনপি, ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফত মজলিসের প্রার্থীরা সদরের স্থানীয়। আসনের মোট ৫ লাখ ১৯ হাজার ৪৫৯ ভোটারের মধ্যে ২ লাখ ৬০ হাজার ৩৬১ জন সদরের বাসিন্দা। বিপরীতে আমতলী ও তালতলী উপজেলা মিলিয়ে ভোটার ২ লাখ ৭১ হাজার ৮৬৮। ফলে এ দুই উপজেলা প্রভাবক হতে পারে। বরগুনা-২: এ আসনও তিন উপজেলা নিয়ে। সবচেয়ে বেশি ১ লাখ ৫০ হাজার ৮৫১ জন ভোটার পাথরঘাটার, যেখানকার স্থানীয় প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মণি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটার বেতাগীতে; ১ লাখ ১৬ হাজার ৭৮৭ জন। জামায়াতের সুলতান আহমেদ এখানকার স্থানীয়। সবচেয়ে কম ভোটার বামনায় (৭০ হাজার ১০৬) স্থানীয় প্রার্থী জাতীয় পার্টির আব্দুল লতিফ ফরাজী। সর্বোচ্চ ভোটার এবং তুলনামূলক কম দলীয় প্রভাব বিবেচনায় পাথরঘাটা ও বামনা জয়ের নির্ধারক হতে পারে। পটুয়াখালী-১: মির্জাগঞ্জ, দুমকীর বিপরীতে ভোটার সংখ্যা বেশি হওয়ায় সদর (৩ লাখ ৯ হাজার ৩৩১) উপজেলা প্রভাবক হতে পারে। পটুয়াখালী-৩: বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী হিসেবে আছেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল হক নুর। তিনি গলাচিপার স্থানীয়, যেখানে ভোটার ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৩৮ জন। তবে বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র হিসেবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বহিষ্কৃত সদস্য হাসান মামুন। তিনি দশমিনার স্থানীয়, যেখানে ভোটার ১ লাখ ২১ হাজার ৫২৩ জন। নুরের উপজেলায় স্থানীয় প্রার্থীকে বেছে নিয়েছে জামায়াত। অপরদিকে মামুনের উপজেলা থেকে প্রার্থী দিয়েছে ইসলামী আন্দোলন। গলাচিপার ভোট ভাগাভাগি হতে পারে নুর ও জামায়াতের প্রার্থীর মধ্যে। অপরদিকে দশমিনায় বিএনপির সমর্থকরা হাসান মামুনের দিকে ঝুঁকলে সমীকরণ পাল্টে যেতে পারে। বিএনপি কিংবা জামায়াতের জন্য দশমিনার ভোট অন্যতম লক্ষ্য হতে পারে। পটুয়াখালী-৪: রাঙ্গাবালীর বিপরীতে ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় কলাপাড়া (২ লাখ ১৬ হাজার ৪৯২) প্রভাবক হতে পারে।

ভোলায় প্রচারণার শেষ মুহূর্তে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা, দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি

ভোলা প্রতিনিধি

প্রচারণার শেষ দিনে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন ভোলার চারটি সংসদীয় আসনের প্রার্থীরা। শহর থেকে গ্রাম, হাট থেকে মাঠ-কোথাও থেমে নেই শেষ মূহুর্তের প্রচার তৎপরতা। ভোটাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অবহেলিত ভোলার উন্নয়নে কাজ করবেন বলে দিচ্ছেন নানা রকম প্রতিশ্রুতি। তবে ভোটাররা বলছেন, দীর্ঘদিন পর তারা সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট দিতে চায়। মারামারি হানাহানি আর চায়না। পরিবেশ সুষ্ঠু থাকলে তারা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকলে এবারও তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না বলেও মন্তব্য করেন। তারা বলছেন, বিগত দিনগুলোতেও প্রার্থীরা বিভিন্ন রকম উন্নয়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার বহু বছর পার হলেও ভোলাবাসীর ভাগ্যবদল হয়নি। তাই এবার তারা বুজে শুনে দক্ষ প্রার্থীকে ভোট দিবেন। এদিকে জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে পুরুষদের সভা সমাবেশের পাশাপাশি নারী ভোটারদেরও চলছে সভা-সমাবেশ ও উঠান বৈঠক। এসব সভা-সমাবেশে উপস্থিত হয়ে নারী ভোটারদের থেকে ভোট চাইছেন প্রার্থীর স্ত্রীসহ স্বজনরা। জেলার প্রতিটি উপজেলায় নারী ভোটারদেরও সরব উপস্থিতি দেখা গেছে। জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্যমতে, জেলার সাত উপজেলার চারটি আসনে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মোট ১৬ লাখ ৭২ হাজার ৯৫৮ জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে ভোলা সদর উপজেলায় ৪ লাখ ২ হাজার ৮৬৬, দৌলতখান ১ লাখ ৬৪ হাজার ৩৭২, বোরহানউদ্দিন ২ লাখ ২৬ হাজার ৯১১, লালমেহন ২ লাখ ৭২ হাজার ৭২২, তজুমদ্দিন ১ লাখ ৭ হাজার ৮৪৭, চরফ্যাশন ৪ লাখ ৩০ হাজার ৪৫৭, মনপুরা ৬৭ হাজার ৭৮২ জন ভোটার রয়েছে। ভোলা-১ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থের পক্ষে তার মা, স্ত্রী ও সন্তানদের নির্বাচনী প্রচারণা ও উঠান বৈঠকে দেখা গেছে। পার্থ ও তার স্ত্রী এবং মা আলাদা আলাদা সমাবেশ ও উঠান বৈঠকে অংশ গ্রহণ করে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দিচ্ছেন নানা রকম প্রতিশ্রুতি। ভোলা-বরিশাল সেতু, নদী ভাঙন রোধ, ভোলার ঘরে ঘরে গ্যাস সংযোগ, মেডিকেল কলেজ স্থাপনসহ রাস্তাঘাট উন্নয়ন করবেন বলেও দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি। একই আসনে জামায়াতে ইসলামী 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীকের প্রার্থী অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের 'হাতপাখা' প্রতীকের মো. ওবায়েদ বিন মোস্তফা গণসংযোগ, সভা-সমাবেশে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ভোলার গ্যাসকে ব্যবহার করে ভোলায় শিল্পায়নসহ ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। শেষ মূহুর্তে তারাও নেতাকর্মীদের নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন এবং ভোটারদের আস্তা অর্জনের চেষ্টা করছেন। ভোলা-২ (দৌলতখান-বোরহানউদ্দিন) আসনে বিএনপির 'ধানের শীষ' প্রতীকের প্রার্থী হাফিজ ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী মারফুজা সুলতানা সভা-সমাবেশে ব্যস্ত সময় পার করছেন। নদী ভাঙন রোধ, বেকারত্ব দুর করার পাশাপাশি বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান বাসীর জীবনমান উন্নয়ন করবেন বলে দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি। একই আসনে 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীকের প্রার্থী ফজলুল করিমও দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি। তিনি বোরহানউদ্দিন-দৌলতখানবাসীর জীবনমান উন্নয়নে ১১ দফা ইশতেহার ঘোষনা দিয়েছেন। ইশতেহারে ইনসাফ, উন্নয়ন ও মানবিক মর্যাদার ভোলা-২ গড়বেন বলে ঘোষনা দেন। তার পক্ষেও শেষ সময়ে চলছে জোড়ালো প্রচারণা। ভোলা-৩ (তজুমদ্দিন-লালমোহন) আসনে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মেজর অব হাফিজ উদ্দিন বীর বিক্রম নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শেষ সময়ে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। সভা-সমাবেশে তার স্ত্রী'রও সরব উপস্থিতি দেখা গেছে। লালমোহন-তজুমদ্দিন বাসীর উন্নয়নে কাজ করবেন বলে তিনিও দিচ্ছেন নানা রকম প্রতিশ্রুতি। এছাড়াও ভোলা-৪ আসনে (চরফ্যাশন-মনপুরা) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নরুল ইসলাম নয়ন ব্যস্ত সময় পার করছেন। মনপুরা চরফ্যাশন বাসীর ভাগ্য বদলে দেওয়ার দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি। পর্যটন খাতকে উন্নত করে আধুনিক শহর গড়ে তুলবেন বলেও ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। একই আসনে 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীকের প্রার্থী মোস্তফা কামাল ও ইসলামি আন্দোলনের 'হাতপাখা' প্রতীকের প্রার্থী আবুল মোকাররম মো. কামাল উদ্দিনও ভোটারদের একই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তাদের সভা-সমাবেশ গুলোতেও দেখা গেছে নারী ভোটারদের সরব উপস্থিতি। জেলার চারটি আসনেই সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা অবহেলিত ভোলাবাসীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ভোটারদের। তবে ভোটাররা বলছেন, বিগত দিনগুলোতেও এমন প্রতিশ্রুতি দিতে দেখেছেন তারা। কিন্তু বাস্তবে নির্বাচিত হওয়ার পর ভোলার বাসীর জীবনমান উন্নয়নে সেরকম ভুমিকা রাখেননি সেসব প্রার্থীরা। এবার তারা ভেবেচিন্তে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবেন। এদিকে ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে জেলায় ৭ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নৌ-বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, র‌্যাব, পুলিশ সহ আনসার সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা নিরাপত্তায় থাকবেন। ভোলা সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর সভাপতি মোবাশ্বির উল্লাহ চৌধুরী বলেন, ভোলায় এমন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। যিনি হবে জনগণের। অবহেলিত ভোলার উন্নয়নে কাজ করবেন। বিশেষ করে ভোলাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রানের দাবী ভোলা-বরিশাল সেতু, মেডিকেল কলেজ স্থাপনসহ ভোলাবাসীর জীবনমান উন্নয়ন করবেন।

দাঁড়িপাল্লার প্রচারণা করায় বুলিংয়ের শিকার ডা. মিতু

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নেয়ার পর থেকেই নজিরবিহীন সাইবার বুলিং ও অনলাইন হেনস্তার শিকার হচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সংগঠক ডা. মাহমুদা আলম মিতু। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান তিনি। ?বিজ্ঞপ্তিতে ডা. মাহমুদা মিতু জানান, জামায়াতকে সমর্থন দিয়ে দাঁড়িপাল্লার প্রচারণায় যুক্ত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অনলাইনে কুৎসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও নারীবিদ্বেষী মন্তব্য ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন, এ সাইবার আক্রমণের মাত্রা আগের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ বেড়েছে। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষা, চরিত্রহননমূলক মন্তব্য এবং হুমকি দেয়া হচ্ছে, যা শুধু একজন রাজনৈতিক কর্মী নয়, একজন নারী হিসেবেও তাকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ?তিনি অভিযোগ করেন, এ হেনস্তার পেছনে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির কর্মী ও সমর্থকদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তার দলের কর্মীদের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং এসব অনলাইন আক্রমণের নৈতিক দায় এড়াতে পারেন না। ?একজন নারী নেতা হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলে তার সক্রিয়তা, মাঠপর্যায়ে দৃশ্যমান উপস্থিতি এবং জামায়াত-সমর্থিত জোটের পক্ষে দাঁড়িপাল্লার প্রচারণায় যুক্ত হওয়াই তাকে উদ্দেশ্য করে আক্রমণের মূল কারণ। নির্বাচনি পরিবেশে নারী প্রার্থীদের ভয় দেখানো ও মনোবল ভাঙার কৌশল হিসেবেই এ সাইবার বুলিং ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি। ?ডা. মাহমুদা আলম মিতু ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় সাংগঠনিক টিমে ডেপুটি অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব পান। ওই দায়িত্বে তিনি নোয়াখালী, বরিশাল, কুষ্টিয়া, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারকি করেন। ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর তাকে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। মনোনয়ন পাওয়ার পর স্থানীয় উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাঠে সক্রিয় হন তিনি। ৩০ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল এবং ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তা বৈধ ঘোষিত হয়। তবে দলীয় কৌশলগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং জামায়াত জোটের সমর্থনের প্রেক্ষাপটে ২০ জানুয়ারি তিনি নিজেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। এরপরও তিনি মাঠে সক্রিয় থাকেন এবং জামায়াত-সহ জোটের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ডা. মাহমুদা মিতু বলেন, জামায়াতকে সাপোর্ট দিয়ে দাঁড়িপাল্লার প্রচারণায় যুক্ত হওয়ার পর থেকেই আমার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের নোংরামি আর সাইবার বুলিং ভয়াবহভাবে বেড়েছে। আমার প্রতি করা প্রতিটি হ্যারাসমেন্ট ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের দায় যারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না, তাদের এ দায় নিতে হবে। ?তিনি আরও বলেন, ?আমি ভয় পাই না। একজন নারী হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই আমাকে এগোতে হবে। গণতন্ত্রে ভিন্ন মত থাকবে, কিন্তু মতের কারণে নারীদের এভাবে হেনস্তা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ?ডা. মাহমুদা মিতু জানান, তিনি এসব সাইবার সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনগত ও সামাজিকভাবে প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারী রাজনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বরগুনার ৫১টি ভোটকেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ

বরগুনা প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গনভোট উপলক্ষে বরগুনা জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। এরই মধ্যে বরগুনার দুটি আসনে ৬ উপজেলায় ৫১ টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা রিটার্নিং অফিসার কার্যালয় সূত্র জানা যায়, বরগুনার ২টি আসনের ৬টি উপজেলায় মোট ৩১২ টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৫১টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই মধ্যে আমতলী উপজেলা ১৮ টি কেন্দ্রই ঝুকিপূর্ণ। এছাড়াও সদর উপজেলায় ৮ টি, পাথরঘাটায় ১০টি এবং তালতলী, বামনা ও বেতাগীত এই তিন উপজেলায় ৫টি করে কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে নজরদারি জোরদার করতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে। বরগুনায় শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে রয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার মিজ তাসলিমা আক্তার বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর তালিকা করা হয়েছে। তবে জেলার সব ভোটকেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন থাকবে। উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা জেলার দুটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবে। বরগুনা জেলার দুই আসন মিলিয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ৮ লাখ ৫৭ হাজার ২০৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ লাখ ২৭ হাজার ৬২ জন ও নারী ভোটার ৪ লাখ ৩০ হাজার ১২৬ জন।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ মঙ্গলবার ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২৭ মাঘ ১৪৩২

গাজা পুনর্গঠনের ছলে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ চলমান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

গাজা পুনর্গঠনের নামে নতুন এক 'নীরব স্থানান্তর' কৌশল চালু করার অভিযোগ উঠেছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। বিশ্লেষক ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের মতে,যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনকে মানবিক সহায়তা নয়, বরং রাজনৈতিক ৩ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রস্তাব!

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আইসিসি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মধ্যে চলমান অচলাবস্থা অবশেষে সমাধানের পথে যেতে পারে। বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের যে সিদ্ধান্ত পিসিবি নিয়েছিল, সেখান থেকে সরে আসার সম্ভাবনা তৈরি ৩ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হবে: স্বপন

গৌরনদী প্রতিনিধি

বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ মার্কার প্রার্থী এম জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আমাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করা হলে গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হবে। তিনি আরও বলেছেন, বিগত সরকার মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি করে গেছে। তারা গ্রামীণ ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন আরও এক প্রার্থী

উজিরপুর প্রতিনিধি

শেষ মুহূর্তে বিএনপিকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বরিশাল-২ আসনের ন্যাশনাল পিপল্ পার্টির (এনপিপি) প্রার্থী সাহেব আলী। সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উজিরপুর উপজেলার সরকারি ডব্লিউ. বি ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন মাঠে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টুর শেষ জনসভায় অংশ নিয়ে নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এসময় ৩ এর পাতায় দেখুন

আমরা একটি ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি: মাসুদ সাঈদী

নাজিরপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ জামায়াত জোট মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আলহাজ্ব মাসুদ সাঈদী বলেছেন, '১৭ বছর পর আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। আমরা একটি পরিবর্তিত এবং ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি। আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সেই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।' সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামে জামায়াত জোটের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সাঈদী-পুত্র বলেন, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কথা ছিল, স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বারবার ৩ এর পাতায় দেখুন

আমাকে মন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারেক রহমান: নুর

গলাচিপা প্রতিনিধি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, বিএনপি 'জাতীয় সরকার' গঠন করলে আমাকে মন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারেক রহমান। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় গলাচিপা হাই স্কুল মাঠে নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। নুর বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, দশমিনা ও গলাচিপাকে আর পিছিয়ে রাখবেন না, উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করবেন না। যদি তারেক রহমানের জাতীয় সরকার গঠনে ভূমিকা রাখতে চান, তাহলে আগামী ১২ তারিখ ট্রাক মার্কায় ভোট দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, যে কয়জন কম বয়সী তরুণ সংসদ সদস্য প্রার্থী রয়েছেন, তাদের ৩ এর পাতায় দেখুন

কলাপাড়ায় গোলগাছের রসে ভিন্ন স্বাদের গুড়

মো. নাহিদুল হক, কলাপাড়া

রসে ভিন্নরকম স্বাদের গুড় তৈরি হয়। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রায় ৩০০ পরিবার গোলগাছের রস সংগ্রহ করেন। প্রতিদিন সকালে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওইসব পরিবারের গৃহবধূরা। কেউ কলস কিংবা বালতি নিয়ে রস ভর্তি করে বাড়ি ফিরছেন। কেউ কেউ সংগৃহীত রস বাড়ির উঠানে নিয়ে আসছেন। আবার সেই রস গৃহবধূরা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেঁকে ঢোঙ্গায় রাখছেন। এরপর তারা সংগৃহীত রস তাফালে খরকুটো জ্বালিয়ে অধিক তাপে ফুটিয়ে তৈরি করেছেন ভিন্নস্বাদের সুস্বাদু গুড়। স্থানীয়রা জানান, নাম গোলগাছ হলেও দেখতে কিছুটা নারিকেল পাতার মত। নোনা জলে জন্ম, অঙ্গপ্রতঙ্গ সবই নোনা। অথচ এর ডগা থেকে বেরিয়ে আসছে মিষ্টি রস। সেই রস দিয়ে তৈরি হচ্ছে ৩ এর পাতায় দেখুন

একটি বিশেষ মহল নির্বাচন বানচালের চেষ্টায় লিপ্ত: মেজর হাফিজ

ভোলা প্রতিনিধি

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম বলেছেন, একটি বিশেষ মহল দেশের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বানচাল করতে চায়। যারা মনে করে জনগণের ভোটে তাদের সরকার গঠন করার সুযোগ নেই, মূলত তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভোলার লালমোহন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনি জনসভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি ৩ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচিত হলে নদী ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী বেড়িবাধ নির্মান করা হবে

এম এইচ মোর্শেদ, বোরহানউদ্দিন

ভোলার গ্যাস দিয়ে আবাসিক গ্যাস সংযোগ, শিল্প কারখানা স্থাপন করাসহ মাদকাসক্তদের অভয়ারণ্য রোধ, কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রন করে সুস্থ সমাজে ফিরিয়ে আনা, ভূমিদস্যুর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, এলাকায় মহল্লা ও জোন ভিত্তিক ফ্রী ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা, অবৈধ দখলমুক্ত জমি উদ্ধারসহ নদী ভাঙ্গণরোধে ৩ এর পাতায় দেখুন

নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মহিলা জামায়াতের বিক্ষোভ

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলের চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নে বিএনপি কর্মীদের দ্বারা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ সাধারণ নারীদের ওপর হামলা ও হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর মহিলা শাখার নেতাকর্মীরা। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টায় উপজেলা জামায়াত কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে উপজেলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে বাউফল সরকারি কলেজের সামনে সড়কে এক সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মহিলা জামায়াত নেত্রী ডা. জাকিয়া ফারহানার নেতৃত্বে আয়োজিত কর্মসূচির একপর্যায়ে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনের ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যজোটের মনোনীত প্রার্থী ডা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ অংশ নেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন

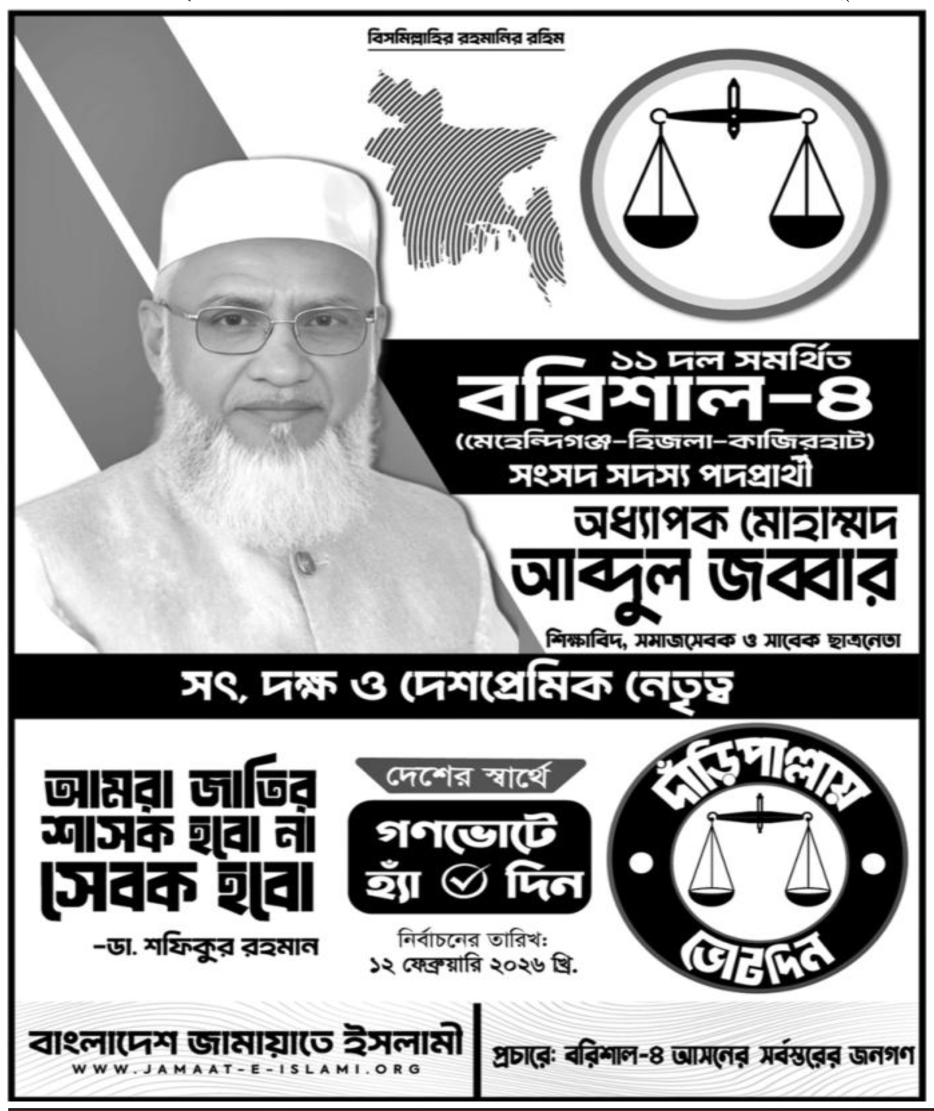

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com